প্রথম খণ্ড

বাইবেলে খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা

প্রথম পাঠ ঃ

ঈশ্বর সব কিছুর মালিক

একজন ধনাধ্যক্ষ বা পরিচর্যাকারীকে জানতে হবে যে সে কার জন্য কাজ করছে। তা না হলে এই কাজের হিসাব সে কার কাছে দেবে।

তাই যে সত্যকে কেন্দ্র করে এই পাঠ্যবিষয়টি গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিটি যেন ঠিকমত বুঝতে পারেন সেইভাবে প্রথম পাঠটি লেখা হয়েছে। আর সেই সত্যটি হল, এ জগতে আমরা যা কিছু দেখছি ও পাচ্ছি সব কিছুর মালিক ঈশ্বর।

সুতরাং খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী হিসাবে আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে আমাদের সমস্ত কাজ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা উচিৎ। তিনি এ জগতের সব কিছুর এমন কি আপনার জীবনেরও একমাত্র মালিক। যখনই আপনার মধ্যে এ বিশ্বাসের জন্ম নেবে তখনি আপনি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিচর্যাকার্য ভালভাবে বুঝতে পারবেন। আর নিঃসন্দেহেই তা আপনার জীবন যাপন ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন আনবে।

পাঠের খসড়া ঃ

মালিকানা সম্পর্কে জানা–

আসল মালিককে চেনা–

মালিকের অধিকার সম্পর্কে জানা–

মালিকের অধিকারগুলি মেনে নেওয়া–

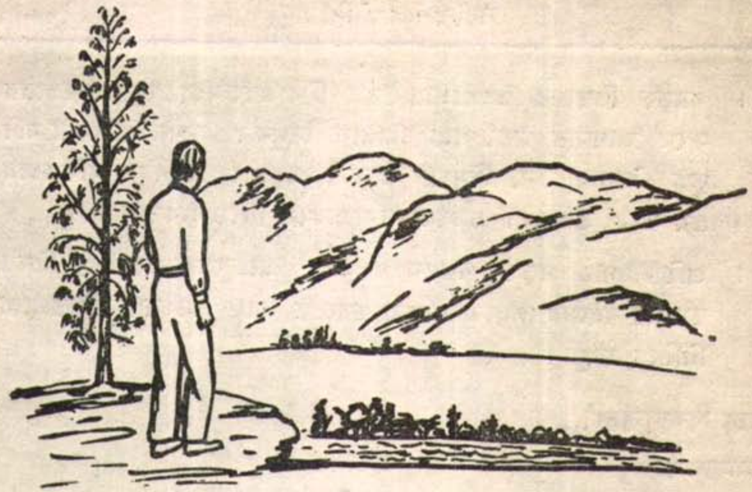

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করার পর আপনি—

★ প্রকৃত ও অপ্রকৃত মালিকানার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

★ কে প্রকৃত মালিক এবং সেই মালিকানা সম্পর্কে বাইবেলে কি লেখা আছে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ও আপনার সমস্ত বিষয়-আসয় সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে শক্তি পাবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। প্রথম অনুচ্ছেদটি ও খসড়াটি খুব যত্ন সহকারে পড়ুন। পাঠের উদ্দেশ্যগুলোও পড়ুন। এগুলো থেকেই আপনি জানতে পারবেন যে পাঠের প্রতিটি অংশ শেষ করবার পর আপনি কি কি করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যগুলির উপর ভিত্তি করেই বইয়ের ভিতরের প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

২। যে শব্দের অর্থ আপনি জানেন না, বইয়ের শেষের দিকে যে 'পরিভাষা' দেওয়া আছে সেখানে খোঁজ করুন। শব্দের অর্থগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজে বুঝতে ও অন্যদের বোঝাতে এগুলো আপনাকে অনেক সাহায্য করবে।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সব পদ আছে, সেগুলো বাইবেল থেকে পড়ুন।

৪। পাঠের ভিতরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন এবং বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখুন। কোনটির উত্তর যদি ভুল লিখে থাকেন, বিষয়টি আবার পড়ুন। আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে শিক্ষককে বা পালককে জিজ্ঞেস করুন।

৫। প্রতিটি পাঠ পড়ার পর যে প্রশ্নমালা আছে সেগুলোর উত্তর দিন। তারপর বইয়ের পেছনে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

ধনাধ্যক্ষতা
অপ্রকৃত মালিকানা
সার্বভৌম
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা
অসংগত
পৃথকীকৃত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মালিকানা সম্পর্কে জানা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ প্রকৃত ও অপ্রকৃত মালিকানার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারা।

অপ্রকৃত মালিকানা ঃ

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা সম্পর্কে পড়ার আগে আসুন প্রথমে আমরা মালিকানা সম্পর্কে আলোচনা করি। ছোট বেলা থেকেই এ ধারণা আমাদের মনে গেথে আছে যে, কোন জিনিষ নিজের কাছে রেখে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারাই হল ঐ জিনিষের উপর মালিকানা। তাই একটি শিশুর হাত থেকে যদি কিছু নিতে চান সাথে সাথে বাচ্চাটি আপনাকে বাঁধা দেবে ও কান্না জুড়ে দেবে। একই ভাবে কোন কিছু ধার করে বা ভাড়া করেও আমরা মনে করতে পারি যে সেটি হয়তো আমাদের কিন্তু আসলে তা আমাদের কখনও হয় না।

মালিকানা সম্পর্কে যারা ভালভাবে বোঝেনা, তারা কোন জিনিষ বা টাকা পয়সা ধার করে ঠিকমত ফেরৎ দেয়না। উদাহরণ স্বরূপ—এক ভদ্রলোক কিছুদিন আগে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে

একটি গিটার বাজাতে নিয়েছিল। গিটারের মালিক কয়েকদিন পর ঐ গিটারটি ফেরৎ চেয়ে বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখলেন, চিঠিটি পেয়ে ভদ্রলোক রাগ হয়ে আমাকে বললেন, "আমার ঐ বন্ধুটি গিটার বাজাতেই জানেনা-এটা দিয়ে সে কি করবে? তাছাড়া, যদি সত্যিই দরকার হয় আরেকটা কিনে নিক্ না-ওরতো আর টাকার অভাব নেই। আমিতো গিটারটি ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করছি"। এ থেকেই বুঝতে পারেন যে ভদ্রলোকের গিটারটি ফেরৎ দেবার কোন ইচ্ছাই নেই।

আশা করি এখন আপনারা ধনাধ্যক্ষতা বুঝবার জন্য প্রকৃত মালিকানা থেকে অপ্রকৃত মালিকানার ব্যবধান বুঝতে পারবেন। খ্রীষ্টের প্রথম মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল তাঁর শিষ্যদের নিয়ে। এই মালিকানার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন—"কোন কিছুই তারা নিজের বলে দাবী করত না বরং সব কিছুই যার যার দরকার মত ব্যবহার করত" (প্রেরিত ৪ ঃ ৩২)।

মালিকানার মৌলিক উপাদানগুলি ঃ

কেমন করে কোন কিছুর মালিক হওয়া যায়—সম্ভবতঃ আপনার মনে এ প্রশ্নটি জাগছে। ধরুন আমরা মনে করি "যে কোন জিনিষ যেটা আমরা নিজের বলে মনে করি, সেটা অন্যের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের দখলে রাখতে পারাকেই সেই জিনিষের মালিক হওয়া বুঝায়" মনে করুন আপনার ঘরের ছাদে বা উঠানের কোনে কোথাও রোদ বৃষ্টিতে আপনার একখানা চেয়ার পড়ে আছে। আপনি নিজে তা ব্যবহার করছেন না বা অন্যে ব্যবহার করুক তাও চান না। কিন্তু যদি কেউ ঐ চেয়ারটি রক্ষনা-বেক্ষন বা ব্যবহারের জন্য তার বাড়ী নিয়ে যায়-তাহলে আপনি তাঁকে চোর বলে ধরবেন। আপনি তা করতে পারেন। সমাজের প্রচলিত আইনের চোখেও সে চোর। কারণ জগতের নিয়ম অনুসারে কোন জিনিষ অন্যের হাত থেকে রক্ষা করে নিজের দখলে রাখতে পারাই হল মালিকানার মৌলিক উপাদান।

এটি একটি সার্থপরতা মূলক ধারণা। সমাজের নিয়ম এভাবেই চলে কিন্তু বাইবেলে মালিকানার ব্যাখ্যা অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে।

বাইবেলে মালিকানার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা আমরা দেখতে চেষ্টা করব।

(লক্ষ্য করুন ঃ নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখবার আগে পাঠ্য বইয়ের ভূমিকায় পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির জন্য দেওয়া নির্দেশগুলি ভাল-ভাবে পড়ুন। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্যও প্রয়োজন বোধে এগুলি দেখুন।

১। শাস্ত্র থেকে এমন একটি পদ লিখুন যেখানে কিছু লোকের উদাহরণ আছে, যারা নিজেদের দখলে রাখা বিষয়-আসয় এবং তার প্রকৃত মালিকানার পার্থ্যক বুঝতে পেরেছিল।

....

মালিকের বিশেষ অধিকার ঃ

একজন মালিকের কতকগুলো বিশেষ অধিকার রয়েছে। আরও সুন্দরভাবে বলা যায় যে এ বিশেষ অধিকার হল মালিকের বিশেষ ক্ষমতা। ভাড়া করে বা ধার করে ব্যবহার করতে পারলেই এ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় না। এ বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকারকে আমরা একক ক্ষমতা বলতে পারি। মালিক তার জিনিষ যেমন খুশী তেমন ব্যবহার করতে পারে। সে বিক্রী করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে বা কাউকে দিয়ে দিতেও পারে। আরও বলা যায় যে মালিক ইচ্ছামত তার জিনিষ নষ্ট করতে পারে। কেননা ঐ জিনিষের উপর রয়েছে তার পরিপূর্ণ অধিকার। সুতরাং কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। কোন জিনিষ বা সম্পত্তির উপর এই যে বিশেষ অধিকার এক কথায় একে 'মালিকের সার্বভৌম ক্ষমতা' বলা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন কোন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস ছিল মালিকের একটি সম্পত্তি। যুদ্ধের পরাজিত সৈনিকেরা ক্রীতদাস হোত। বাজারে ক্রীতদাস কিনতে পাওয়া যেত। মালিকেরা বাজার থেকে ক্রীতদাস কিনে নিত। এই ক্রীত-দাসদের উপর মালিকের ছিল পূর্ণ কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব। সুতরাং মালিক

তাকে খুশীমত হুকুম করত ও সে তা পালন করতে বাধ্য ছিল। এভাবে আমরা বলতে পারি স্থাবর অস্থাবর জিনিষের উপর মালিকের আছে সার্বভৌম ক্ষমতা, আর ক্রীতদাস দাসী বা ব্যক্তির উপর আছে তারপূর্ণ কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব। একজন ক্রীতদাস প্রভু বা মালিকের ইচ্ছা বা আদেশ অমান্য করতে পারে কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি তার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। পরে আমরা এ বিষয়ে আরও আলোচনা করব।

২। কোন্ উক্তিটি মালিকের একক অধিকারের বিষয় বলছে ?

ক) কোন জিনিষ সে অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে।

খ) সে তার নিজের জিনিষ নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে।

গ) নিজের সম্পত্তি নষ্ট করা থেকে যে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে।

৩। মালিকানার অর্থ যে বুঝতে পেরেছে, সে মনে করে ঃ

ক) যোহন আমাকে কিছু টাক ধার দিয়েছিল। জানি তার অনেক টাকা আছে। তবুও টাকাটা ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। ঐ টাকায় আমার কোন অধিকার নেই।

খ) বাইরে বৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতিবেশী তার সাইকেল ফেলে রেখেছে। কোন যত্ন নিচ্ছেনা। সুতরাং এটি নিয়ে গিয়ে আমি ব্যবহার করতে পারি।

আসল মালিককে চেনা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ <u>প্রকৃত মালিককে চেনা যায় ও তার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় এধরণের উক্তিগুলি বের করতে পারা।</u>

অপ্রকৃত মালিক ঃ

আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জিনিষপত্র আছে। আসলে কি আমরা সেগুলোর মালিক ? আমরা যদি না হই—তাহলে কে ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আসুন আমরা দুটো মতবাদ নিয়ে আলোচনা করি। কে মালিক, এই বিষয়ের উপর মতবাদ দুটো পরস্পর বিরোধি চিন্তা ব্যক্ত করে।

ব্যক্তি মানুষই হল মালিক ঃ

হাজার হাজার বছর ধরে বিশেষ করে গত শতাব্দী ধরে আমরা। বিশ্বাস করে আসছি যে ব্যক্তি মানুষই হল সমস্ত বিষয়-আসয়ের মালিক। এই মতবাদের মস্ত বড় ভুল হ'ল এই যে, এখানে মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা বা স্বার্থ চিন্তাকে এত বেশী ন্যায় সংগত বলে ধরা হয় যে এর ফলে জগতের উপর তার বহু অন্যায় বা অসংগত ফল এসে পড়ে। যেমন—গরীব প্রতিবেশী দরিদ্রকে সাহায্য করার জন্য কোন একজন লোকের সম্পদ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি সাহায্য না করে সে জন্য তাকে জোর করা যায় না। বিষয়-সম্পত্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে বা কাদের মধ্যে তা ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে, এর 'সার্বভৌম' ক্ষমতা থাকে তার হাতে। স্মরণ করুন—সেই ধনী লোক যে ভিখারী লাসারকে সাহায্য করতে চায়নি, সেও ছিল এ ধরণের একজন মালিক (লূক ১৬ ঃ ১৯-২১)।

অবশ্য কিছুদিন ধরে এ মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকটি দেশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সম্পত্তি আইন করা হয়েছে। যেমন—সমাজের মংগলের জন্য একজন মালিককে তার সম্পত্তি সরকারের কাছে বিক্রী করতে হতে পারে। তবুও বাইবেলে মালিকানার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা থেকে এ মতবাদ অনেক আলাদা।

সমাজই হোল মালিক ঃ

অনেকের ধারণা সমাজই সমস্ত বিষয়-আসয়ের মালিক। সাধারণতঃ সমাজ বলতে আমরা একদল মানুষকেই বুঝি। কিছু কিছু বিশ্বাসীরা এ মতবাদকে বেশ পছন্দই করেছেন। তারা ভাবছেন এর সাথে খ্রীষ্টিয় মতবাদের বেশ মিল আছে। তারা প্রেরিত ২ ঃ ৪৪-৪৫ পদে যীশুর শিষ্যদের দেখাচ্ছেন, যাদের বিষয়ে লেখা আছে, "সব বিশ্বাসীই এক সংগে থাকত ও সব কিছু যার যার দরকার মত ব্যবহার করত। তাঁরা নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে যার যেমন দরকার সেভাবে তাকে দিত"। তারা আরও দেখাচ্ছেন "খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরা সবাই মনেপ্রাণে এক ছিল। কোন কিছুই তাঁরা নিজের বলে দাবী

করত না বরং সব কিছুই যার যার দরকার মত ব্যবহার করত" (প্রেরিত ৪ : ৩২)। একটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে একটি বিশেষ অবস্থার জন্যই শিষ্যরা এভাবে চলতেন কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। তাঁরা কখনও বিশ্বাস করতেন না যে সমস্ত বিষয়-আসয়ের মালিক সমাজ। তাছাড়া নূতন নিয়মেও এ ধরণের কিছু লেখা নেই।

প্রকৃত মালিক ঃ

'ব্যক্তি মালিকানা' ও 'সমাজ-মালিকানা' এ দুটো মত বাদের কোন-টিই ঠিক নয়। এগুলি মানুষকে চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই দুই প্রকার মালিকানার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত সত্য, যে সত্যটি বাইবেল শাস্ত্র আমাদের কাছে তুলে ধরে। এটাকে আমরা মালিকানা সম্পর্কে একটি তৃতীয় মতবাদ হিসাবে দেখব।

তাঁর পরিচয় ঃ

বাইবেল অনুসারে ব্যক্তি বা সমাজ কেউই বিষয় সম্পত্তির মালিক নয়, কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত মালিক। মালিকানার যে দুইটি মতবাদ আগে আলোচনা করা হয়েছে এই সত্যটি তাদের মধ্যে বললে ভুল হবে বরং এটি তাদের উর্দ্ধে। 'মানুষ' নিয়েই বক্তি বা সমাজ। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের উর্দ্ধে। নিচের চিত্রটি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

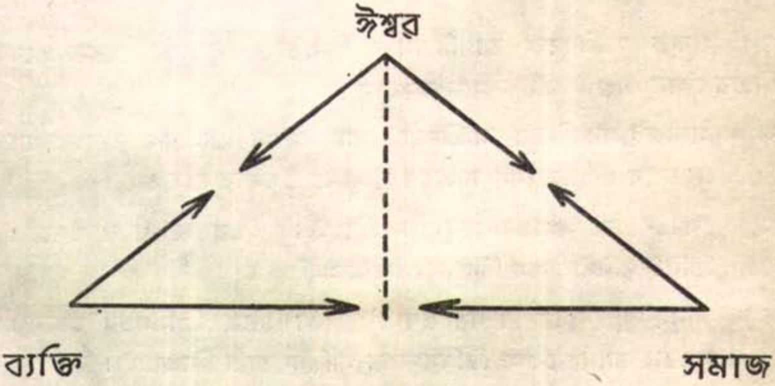

যিনি প্রকৃত মালিক তাঁর 'কারও কাছ থেকে কিছু পেয়ে মালিক হবার প্রয়োজন করেনা'-বাইবেল এ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয়। প্রকৃত মালিকের কিছু প্রয়োজন নেই, কারণ সব কিছুই তাঁর। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ এই গুণের অধিকারী নন (১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১৪; প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫)। অন্যদিকে নিজস্ব বলে মানুষের কিছুই নেই। তার যা কিছু সবই সে আরেকজনের কাছ থেকে পেয়েছে (১ করিন্থীয় ৪ ঃ ৭; ১ তীমথিয় ৬ ঃ ৭)।

সমস্ত জগতই ঈশ্বরের (যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ৫) আমরা নিজেরা, পশু পাখী ও অন্যান্য সব কিছুর মালিক হচ্ছেন ঈশ্বর (গীতসংহিতা ২৪ ঃ ১, ৫০ ঃ ১০, ১২, হগয় ২ ঃ ৮)। পৃথিবীতে যা কিছু আছে বা আমরা যা কিছু দেখছি এ সবকিছুর একমাত্র মালিক স্বয়ং ঈশ্বর, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই তোমার "১ বংশাবলি ২৯ ঃ ১১)। এ আলোচনার আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যক্তি বা সমাজ-মালিকানায় যারা বিশ্বাস করে তাদের ধারনা কতখানি ভুল। তাই নয় কি? ঈশ্বরই চিরকাল সব কিছুর মালিক থাকবেন।

৪। ঈশ্বরই সবকিছুর প্রকৃত মালিক-নিচের কোন পদগুলি তা বর্ণনা করে?

ক) গীতসংহিতা ৫০ ঃ ১০, প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫
খ) লূক ১৬ ঃ ১৯-২১, প্রেরিত ২ ঃ ৪৪-৪৫
গ) প্রেরিত ৪ ঃ ৩২, ১ তীমথিয় ৬ ঃ ৭

৫। প্রকৃত মালিককে আপনি যদি চিনতে ও বুঝতে পারেন তবে নিচের কোন্ উক্তিটি সঠিক মনে করবেন?

ক) সমাজই সব কিছুর মালিক। যার যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে সে নেবে। এভাবেই সাধারণ মানুষের উপকার হবে।

খ) 'ব্যক্তি' বা 'সমাজ' মানুষকে নিয়েই। ঈশ্বর এ সবের উপরে। তিনিই পৃথিবীর সব কিছুর একমাত্র মালিক।

গ) মানুষ কাজ করে টাকার জন্য। টাকা দিয়ে জিনিষপত্র কেনে। সুতরাং তাদের কেনা জিনিষপত্রের মালিক তারা নিজেরাই।

তাঁর মালিকানা ঃ

মূলত ঃ ঈশ্বরই এ পৃথিবীর মালিক। অনেক আগে একবার ঈশ্বরের মালিকানায় বাধা এসেছিল। ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় স্বর্গদূত লুসিফর তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শয়তান ও শত্রু হল। এভাবে ঈশ্বরের সব কিছু ধ্বংস করে সে এ পৃথিবীর রাজা হল (যোহন ১২ ঃ ৩১, ১৪ ঃ ৩০, ১৬ ঃ ১১)। তারপর থেকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শয়তান মানুষকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে মানুষ শয়তানের রাজ্যে প্রবেশ করে। আর এভাবেই পৃথিবীতে অবিচার ও দুর্ভোগের বোঝা নেমে এসেছে।

ঈশ্বরের যা কিছু তা তিনি রক্ষা করবার জন্য এক আশ্চর্য্য পরিকল্পনা করলেন। এ পরিকল্পনার প্রথমেই তিনি ইস্রায়েলদের নিজের লোক হিসাবে বেছে নিলেন। অনেক জাতির মধ্যে ইস্রায়েলরাই হোল ঈশ্বরের বিশেষ মনোনীত জাতি। (যাত্রা পুস্তক ৬ ঃ ৭, ১৯ ঃ ৫)। যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বরের সব কিছুর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী তিনি এই ইস্রায়েল জাতীর মধ্যে দিয়েই জগতে আসলেন। কিন্তু (লূক ২০ ঃ ১৩-১৪ ; ইব্রীয় ১ ঃ ২) ইস্রায়েলরা পাপে পতিত হোল ও ঈশ্বরের মনোনীত লোক হিসাবে কিছুদিনের জন্য তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হোল (হোশেয় ১ ঃ ৯)।

ইস্রায়েলদের এ পরাজয়ের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। ঠিক সময়ই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগতে পাঠালেন। শয়তান যীশুকেও প্রলোভনে ফেলতে চাইল। সে তাকে এমন ভাবে এ জগতের সমস্ত রাজ্য দেওয়ার প্রস্তাব জানালো যেন এসব আসলেই তার। বিনিময়ে সে চেয়েছিল শুধু একটি প্রণাম (মথি ৪ ঃ ৮-৯)। কিন্তু সেই নির্লজ্জ শয়তানের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করলেন, কারণ তিনি নিজেই তার প্রায়শ্চিত্বের মধ্য দিয়ে শয়তানের হাত থেকে এ জগৎকে রক্ষা করতে এসেছিলেন (যোহন ৮ ঃ ৩৪, ৩৬ ; ১ পিতর ১ ঃ ১৮-১৯)।

যীশু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে স্থাপন করলেন একটি মণ্ডলী। বর্তমান যুগে ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানগণই হোল সেই মণ্ডলী (রোমীয় ৯ঃ ২৪-২৫; ১ পিতর ২ঃ ৯-১০)। বিশ্বাসীরাই আজ ঈশ্বরের লোক হিসাবে গণ্য। মণ্ডলীকে তুলে নেবার পর ইস্রায়েলরা অনুশোচনা করবে ও ঈশ্বরের দিকে তাদের মন ফেরাবে ও আবার ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হবে (হোশেয় ১ঃ ১০; রোমীয় ১১ঃ ২৫-২৭)। তখন তারা শয়তানের কবল থেকে মুক্তি লাভ করবে।

প্রকাশিত বাক্য ১১ঃ ১৫ পদে এক ভবিষ্যৎ বাণী স্বর্গে জোরে জোরে বলা হল "জগতের রাজ্য এখন আমাদের প্রভু ও মশীহের হয়েছে। তিনি চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন"। এভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা যখন পরিপূর্ণ হবে তখন একটা নূতন আকাশ ও একটা নূতন পৃথিবী দেখতে পাওয়া যাবে (প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ ১)। সেখানে তখন ঈশ্বরের ও মেষ-শিশু যীশুর সিংহাসন থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ ৩)। তখন প্রত্যেকে বুঝতে পারবে যে সব কিছুর একমাত্র রাজা ও মালিক হচ্ছেন ঈশ্বর।

৬। কোন্ পদটিতে মানুষের পরিত্রাণের জন্য যীশুর প্রায়শ্চিত্তের কথা লেখা আছে ?

ক) যাত্রাপুস্তক ৬ : ৭
খ) যোহন ১৪ : ৩০
গ) ১ পিতর ১ : ১৮-১৯
ঘ) প্রকাশিত বাক্য ২১ : ১

৭। ঈশ্বরের মালিকানার বিষয়ে নীচের কোন্ উক্তিটি সবচেয়ে উপযুক্ত ?

ক) শয়তান ঈশ্বরের সম্পত্তি বেদখল করে নিয়েছিল কিন্তু যীশু তাকে পরাজিত করলেন। অবশেষে সবাই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক।

খ) এক সময়ে ঈশ্বর সব কিছুর মালিক ছিলেন। কিন্তু মানুষ বিদ্রোহ করে সব কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে নিয়ে নিল। যে পর্যন্ত যীশু ফিরে না আসবেন সে পর্যন্ত মানুষই সব কিছুর মালিক থাকবে।

মালিকের অধিকার সম্পর্কে জানা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ এমন কয়েকটি পদ বেছে নিতে পারা যেখানে মালিক হিসাবে ঈশ্বরের অধিকারের বিষয় বলা হয়েছে।

মালিক হিসাবে ঈশ্বরের অধিকারগুলি সম্পূর্ণভাবে বৈধ। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে সমস্ত বিশ্বজগতের উপর ও বিশেষ ভাবে আমাদের উপর ঈশ্বরের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। যেমন—

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন ঃ

যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনিই এর মালিক (আদি পুস্তক ১ : ১, যোহন ১ : ৩)। এ জগতের যা কিছু সবই তাঁর। "পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও ইহার তন্নিবাসীগণ তাঁহার। কেননা তিনিই সমুদ্রগণের উপরে তাহা স্থাপন করিয়াছেন, নদীগণের উপরে তাহা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন" (গীতসংহিতা ২৪ : ১-২)। আমরা তাঁর, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন (গীতসংহিতা ১০০ : ৩)। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর গৌরবের

জন্য (যিশাইয় ৪৩ ঃ ৭, কলসীয় ১ ঃ ১৬, প্রকাশিত ৪ ঃ ১১) ও তাঁর আনন্দ বা প্রীতির জন্য (গীতসংহিতা ১৪৯ ঃ ৪)। সব কিছুতেই তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার কেননা এ জগতের সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর 'সার্বভৌম ক্ষমতা'। তিনি সব কিছুর মালিক। "ঈশ্বরের কথার উপর কথা বলবার তুমি কে?" মাটি কি কুমোরকে কখন জিজ্ঞেস করে, 'কেন আমায় এরকম তৈরী করেছ?' ইচ্ছামত জিনিষ তৈরী করবার ক্ষমতা কুমোরের রয়েছে (রোমীয় ৯ ঃ ২০-২১)। ঈশ্বর মানুষকে মুখ দিয়েছেন, আবার তিনি বোবা লোকও সৃষ্টি করেছেন (যাত্রা পুস্তক ৪ ঃ ১১)। আপনি কি জন্ম থেকেই কোন সমস্যা নিয়ে এসেছেন? একটু ধৈর্য্য ধরুন। সৃষ্টি কর্তার ওপর এত রাগ করছেন কেন! ঈশ্বর অত্যাচারী বা নিষ্ঠুর প্রভু নন যে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে আনন্দ পাবেন, বরং সব সময় তিনি আমাদের কল্যান কামনা করেন। অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে যীশু তা প্রমাণ করেছেন। যেমন—তিনি অনেক অন্ধ, বধির, বোবা ও খোড়াকে সুস্থ করেছিলেন। কেন ঈশ্বর এগুলো হতে দেন, তা বোঝা কি খুবই কঠিন? হ্যাঁ, এগুলি বোঝা সত্যিই কঠিন। কিন্তু ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান, সমস্ত সৃষ্টির জন্য নিঃসন্দেহে তাঁর একটি গৌরবময় ও আশ্চর্যজনক উদ্দেশ্য আছে।

প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও সার্বভৌমত্ব লক্ষ্য করে হতবাক্ হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে সবকিছু তারই কাছ থেকে আসে এবং তিনিই গৌরব প্রশংসা পাবার যোগ্য (রোমীয় ১১ ঃ ৩৩-৩৬)।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করছেন ঃ

ঈশ্বর যদি তাঁর শক্তিশালী বাক্য দিয়ে সব কিছু ধরে রেখে আমাদের পরিচালনা না করতেন, আমরা আগুনের ফুলকির মত মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যেতাম (ইব্রীয় ১ ঃ ৩)। তাঁর জন্যই সবকিছু টিকে আছে (প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১) এবং তাঁর মধ্য দিয়েই সব টিকে আছে (কলসীয় ১ ঃ ১৬)।

কোন কিছুই সম্পূর্ণভাবে আমাদের নয়। যেখানে আমরা থাকি, যে বাতাস ও খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, এ সব কিছুই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি (১ বংশাবলি ২৯ : ১৭, প্রেরিত ১৭ : ২৫, ১ করিন্থীয় ৪ : ৭)। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা বেঁচে আছি। তা না হলে এক মুহূর্তও আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতনা। "কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি" (প্রেরিত ১৭ : ২৮)।

ঈশ্বর আমাদের পিতা। এটি বাইবেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তিনি আমাদের সাথে মালিকের মত ব্যবহার করেন না। বরং আমাদের সন্তানের মত পালন করেন। ঈশ্বর সমস্ত জগতের মালিক। তাই আমরা একজন অত্যন্ত ধনশালী ও মহান পিতার সন্তান। আমাদের জাগতিক পিতার চেয়েও তিনি অনেক ভাল। তিনি সব সময় আমাদের ভাল ভাল জিনিষ দিতে চান (মথি ৭ : ৯-১১)। এ বিশ্বাসই আমাদের জীবনকে নিঃসন্দেহে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখবে (মথি ৬ : ৩১-৩২)। একজন এতিমের সব সময় চিন্তা কি খেয়ে সে বেঁচে থাকবে। কি সে করবে ? ভিক্ষা, চুরি, না কাজ। রাতে কোথায় ঘুমোবে ? উঠোনের কোনে, না কোন বাড়ীর দরজায়। কিন্তু যার অভিভাবক রয়েছে তার এধরণের কোন ভাবনা নেই। আমাদের এমন একজন অভিভাবক রয়েছেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই আমাদের প্রতিপালন করেন ও সব সময় যত্ন নেন (রোমীয় ৮ : ৩২, ১ পিতর ৫ : ৭)।

৮। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করছেন বলতে আমরা কি বুঝি ?

....

ঈশ্বর আমাদের মুক্ত করেছেন :

পুরাতন নিয়মের যুগে যখন কোন একজন গরীব যিহূদী ঋণের দায়ে নিজেকে দাস হিসাবে বিক্রী করে দিত তখন তার কোন এক আপনজন বা আত্মীয় মূল্য দিয়ে মালিকের কাছ থেকে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারত। এটাই হল 'উদ্ধার' (লেবীয় ২৫ : ৪৭-৪৯)।

বাইবেলে আছে যে ইস্রায়েলগণ ঈশ্বরের দাস। কেননা তিনি তাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন (লেবীয় ২৫ : ৫৫)। আদম ও হবার পাপের জন্য আমরা শয়তানে দাস হলাম। পাপের দাসত্ব থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারিনি। কিন্তু যীশু আমাদের সবচেয়ে আপনজন, যিনি তাঁর নিজের জীবন দিয়ে পাপের দাসত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন (তীত ২ : ১৪, ১ পিতর ১ : ১৮-১৯)। এখন আর আমরা শয়তানের দাস নই। আমরা মুক্ত, কিন্তু তা হলেও আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না, কেননা আমরা আমাদের নিজেদের নই (১ করিন্থীয় ৬ : ১৯)। "অনেক দাম" দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কিনেছেন (১ করিন্থীয় ৬ : ২০), সুতরাং এখন আমরা তাঁর।

একটি ছোট ছেলে। ওদের বাড়ী ছিল সাগর পাড়ের একটি গ্রামে। একদিন সে একটা ছোট্ট নৌকা বানালো। খেলতে নিয়ে গেল সাগর পাড়ে। হঠাৎ সাগরের ঢেউ এসে তা অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নৌকাটা ফিরে পাবার জন্য ছেলেটি অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু আর সম্ভব হলনা। ব্যাথাভরা মন নিয়ে সে ফিরে গেল। কিছুদিন পরে ছেলেটি তার ঐ নৌকাটিকে দেখতে পেল একটা দোকানে। দোকানদার বিক্রীর জন্য সাজিয়ে রেখেছিল সেটা। অনেক কষ্টে কিছু টাকা জোগাড় করে সে নৌকাটিকে কিনে নিল। আনন্দে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল তার। নৌকার উদ্দেশ্যে সে বলল, "তুমি দুবার আমার হলে। তৈরী করে একবার ও এখন আবার কিনে নিয়ে।" ঠিক একইভাবে প্রথমে আমরা তাঁর ছিলাম। কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা পাপের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর অনেক দাম দিয়ে আমাদের কিনে নিয়েছেন।

ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন ঃ

পবিত্র করা মানে হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আলাদা করা। অন্যভাবে বলা যায় যে পবিত্রকরণ হল ঈশ্বরের কাজে নিজেকে দান করা বা উৎসর্গ করা। ঈশ্বর যখন কাউকে বা কোন বস্তুকে পবিত্র করেন তখন তিনি তাকে তাঁর উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখেন এবং তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করেন। ইস্রায়েলদের সমস্ত প্রথমজাত সন্তান-গণই ছিল ঈশ্বরের, কারণ তিনি তাদের তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে পবিত্র করেছিলেন (গণনা পুস্তক ৮ ঃ ১৭)। এই একইভাবে যিরূশালেম মন্দিরও ঈশ্বরের গৃহে পরিণত হয়েছিল (২ বংশাবলি ৭ ঃ ১৬)।

খ্রীষ্ট তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বিনিময়ে আমাদের শুধু পুনরুদ্ধারই করেননি, তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের উৎসর্গ করেছেন ও পবিত্র করেছেন (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১১, ইব্রীয় ১০ ঃ ১০)। আমরা ঈশ্বরের লোক কারণ তিনি আমাদের তাঁর লোক হবার জন্য মনোনীত করেছেন— এক পবিত্র ও পৃথকীকৃত জাতিরূপে মনোনীত করেছেন (১ পিতর ২ ঃ ৯)।

৯। ডান দিকে কতগুলি বিষয় দেওয়া আছে। ক্রমিক নম্বর ও আছে। বা দিকের কোন্ কোন্ পদে ডান দিকের বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে, খালি জায়গায় সেই নম্বরটি বসান।

......ক) আদি পুস্তক ১ ঃ ১	১। ঈশ্বর জগতের সবকিছু
......খ) যোহন ১ ঃ ৩	সৃষ্টি করেছেন।
......গ) প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮	২। ঈশ্বর সবকিছু রক্ষা
..... ঘ) ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১১	করছেন।
......ঙ) ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৯-২০	৩। ঈশ্বর আমাদের পুনরুদ্ধার
......চ) ইব্রীয় ১ ঃ ৩	করেছেন।
..... ছ) ইব্রীয় ১০ ঃ ১০	৪। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র
......জ) ১ পিতর ১ ঃ ১৮-১৯	করেছেন।

১০। ঈশ্বর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার। নীচের কোন্ কোন্ উক্তি তাঁর অধিকারের বৈধতার কারণ সম্পর্কে বলছে? (মনে রাখবেন সাধারণ ভাবে নীচের সব উক্তিগুলোই সত্য কিন্তু সবগুলিই তাঁর অধিকারের বৈধতার কারণ সম্পর্কে বলেনা)।

ক) ঈশ্বর মংগলময় ও আমাদের মহান পিতা।
খ) এ জগতের যা কিছু সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।
গ) ঈশ্বর মূল্য দিয়ে আমাদের কিনেছেন ও তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের আলাদা করে রেখেছেন।
ঘ) ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান ও তিনি সবই জানেন।
ঙ) ঈশ্বর চান যে তাঁর সন্তানেরা যেন ভাল ভাল জিনিষ পেতে পারে।
চ) ঈশ্বরের শক্তিতেই আমরা বেঁচে আছি।

মালিকের অধিকারগুলি মেনে নেওয়াঃ

লক্ষ্য ৪ঃ ঈশ্বর যে আপনার জীবনের মালিক, এই সত্য প্রয়োগের বাস্তব ফল সম্পর্কীয়, উক্তিগুলি চিন্‌তে পারা।

এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক এবং আমাদের উপর রয়েছে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব। এটা জানাই বড় কথা নয় বরং ব্যক্তিগত জীবনে তা ব্যবহার করতে পারাই হল সবচেয়ে মূল্যবান। যীশু বলেছিলেন "সব জেনে যদি তোমরা পালন কর, তবে তোমরা ধন্য" (যোহন ১৩ঃ১৭)। আমরা জানি ঈশ্বরই আমাদের মালিক। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল মালিক হিসাবে তাঁকে মেনে নেওয়া ও তাঁর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা।

সমস্ত বিষয়-আসয় ও নিজেকে উৎসর্গীকরণঃ

উৎসর্গ করার অর্থ হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কিছু আলাদা করে রাখা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হ'ল নিজেকে ও সমস্ত বিষয়-আসয় তাঁর চরণে সমর্পণ করা। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক তখন যা কিছু তাঁর তা তাঁর চরণে উৎসর্গ করা ছাড়া আর আমাদের কিছুই করবার থাকে না। ঈশ্বর ইস্রায়েলদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানগণ তাঁর, সুতরাং তিনি

চেয়েছিলেন যেন তাদের তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় (যাত্রা পুস্তক ১৩ ঃ ১২)। এই কাজের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যীশুও একই কথা বলেছেন, "যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকে দাও" (মথি ২২ ঃ ২১)।

ভাববাদী শমূয়েলের মা হান্না ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি একটি সন্তান লাভ করলেন ও বুঝতে পারলেন যে তা ঈশ্বরেরই দান। সুতরাং তিনি তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন এবং সে সন্তান চিরজীবনের জন্য ঈশ্বরের হোল (১ শমূয়েল ১ ঃ ২৭-২৮)। নূতন নিয়মেও আমরা দেখতে পাই যে মাকিদনিয়ার বিশ্বাসী ভাইয়েরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকরণের আর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। খুব দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাদের জীবন কাটছিল। কয়েকজনের অল্প কিছু সম্পদ ছিল। প্রেরিতদের কথায় তারা তাও অধিকতর দরিদ্রের সাহায্যের জন্য দিয়ে দিল। কেননা "তারা নিজেদেরই প্রথমে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেছিল" (২ করিন্থীয় ৮ ঃ ৫)।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

ঈশ্বর অতি মহান ! তিনি সব কিছুর মালিক। আবার তিনিই সব কিছু আমাদের দিয়ে দিয়েছেন (প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫)। তিনি শুধু তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের মুক্তির জন্য দিয়েছেন তা নয়, তাঁর সাথে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় 'সব কিছুই' দিয়েছেন (রোমীয় ৮ ঃ ৩২)। সুতরাং সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কেননা কোন কিছুই আমাদের নয়, অথচ তিনি সব কিছু আমাদের দিয়েছেন। ব্যবহার করবার পূর্ণ অধিকারও আমাদের দিয়েছেন। আর কে আছেন, যিনি আমাদের জন্য এত সব করছেন ? সুতরাং সব অবস্থার মধ্যে আমাদের উচিৎ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। আর এর দ্বারা তিনি সন্তুষ্টও হন এবং খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে দিয়ে আমাদের জন্য এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা (কলসীয় ৩ ঃ ১৫, ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১৮)।

এটাই মানুষের একটা বিশেষ পাপ যে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানবার পরেও তারা তাঁকে ধন্যবাদ দেয়নি। তাঁর গৌরবও করেনি (রোমীয় ১ ঃ ২১)। মালিক হিসাবে তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। ঈশ্বর যে সব

বিষয়-আসয় দিয়েছেন, তারা সেগুলো নিজেদেরই মনে করে। বাইবেল সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারাও এটা বুঝবে যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১১। রোমীয় ১ ঃ ২১ অনুসারে, মানুষের পাপের কারণ—

....

নিজেকে সমর্পণ ঃ

আমরা জানি ঈশ্বর এ জগতের মালিক। সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর 'সার্বভৌম' ক্ষমতা। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করা। মালিককে চেনে বলেই গরু মালিকের বাধ্য থাকে। মালিক ইচ্ছামত গরুটিকে ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে আমাদের আরও কত বেশী নিজেদের সমর্পণ করা উচিৎ। ঈশ্বর ইস্রায়েলদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "এরা আদৌ আমাকে চেনেনা" (যিশাইয় ১ ঃ ৩)। তিনি যেন আমাদের উদ্দেশ্যে এরূপ না বলেন। তার্ষ শহরের শৌল যখন ঈশ্বরের প্রচারকাজে বাঁধা সৃষ্টি করছিল তখন ঈশ্বর তাকে এক সাংঘাতিক শিক্ষা দিয়েছিলেন, "কাঁটা বসানো লাঠির মুখে লাথি মারতে কি তোমার কষ্ট হচ্ছেনা" (প্রেরিত ২৬ ঃ ১৪)? তাহলে আসুন আমরা প্রভুর চরণে নিজেদের সমর্পণ করি ও নম্রভাবে বলি—হে প্রভু, "তুমিতো কুমোর, আমি মাটি, গঠ আমাকে তোমার নক্সায়"। ইচ্ছামত জিনিষ তৈরী করবার ক্ষমতা কুমোরের রয়েছে।

সম্মান দেখানো ঃ

নেতা বা কর্মকর্তাদের সম্মান দেখানো সব সমাজেই একটা প্রথা। ঈশ্বর আমাদের মালিক। তিনি আমাদের প্রভু ও নেতা। সুতরাং কথা ও কাজ দিয়ে আমাদের সব সময় তাঁকে সম্মান করা উচিৎ। ইহূদী ধর্মনেতারা ঈশ্বরকে যথাযোগ্য সম্মান করতো না। অথচ শাসনকর্তাদের তারা ঠিকমতই সম্মান করত। তাই ভাববাদী মালাখি প্রায়ই তাদের এজন্য তিরস্কার করতেন (মালাখি ১ ঃ ৬-৮)।

বাধ্য থাকা ঃ

ঈশ্বর আমাদের মালিক। আমাদের উপর রয়েছে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব। তিনি আমাদের প্রভু আমরা তার দাস। সুতরাং আমাদের অবশ্যই তাঁর বাধ্য থাকা উচিৎ। আমরা সব সময় জাগতিক কর্মকর্তাদের বাধ্য হয়ে চলি। ঈশ্বর হচ্ছেন সমস্ত জগতের কর্তা, রাজার রাজা। সুতরাং আমাদের কত বেশী তাঁর বাধ্য থাকা উচিৎ। তাঁর ইচ্ছার বাধ্য না থেকে কেবলমাত্র 'প্রভু' বলে ডাকা মূল্যহীন ও প্রতারণার সামিল (লূক ৬ ঃ ৪৬)।

অনেক বছর আগে ইহূদীদের মধ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। মালিকেরা কয়েক বছরের জন্য একজন দাস কিনে রাখত। মালিকের ব্যবহারে যদি ক্রীতদাসটি খুশী থাকত তাহলে সারাজীবন সে একই মালিকের দাস হয়ে থাকতে পারত (যাত্রা পুস্তক ২১ ঃ ৫-৬)। ঈশ্বর আমাদের এমন একজন প্রভু যিনি তাঁর সব কিছু দিয়ে আমাদের পালন করছেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ সারা জীবন তাঁর বিশ্বস্ত দাস হয়ে থাকা।

১২। কোন একজনের বা একদল লোকের, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকরণের বাস্তব উদাহরণ, কোন পদগুলিতে পাওয়া যেতে পারে ?

ক) যাত্রা পুস্তক ২১ ঃ ৫-৬
খ) ১ শমূয়েল ১ ঃ ২৭-২৮
গ) প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫
ঘ) ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ৫

১৩। ঈশ্বর সব কিছুর মালিক। এ বিশ্বাস আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা ফলবান, কোন্ উক্তিটিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে ?

ক) 'সমাজ' বা 'ব্যক্তি' কেউই প্রকৃত মালিক নয়। প্রকৃত মালিক কে তা আমি বলতে পারি।

খ) ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, আমি তাতেই খুশী। আমি তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করছি। আমার যা কিছু সবই তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

পরীক্ষা—১

১। মালিকানা সম্পর্কে কার সঠিক ধারণা আছে ঃ

ক) এক বন্ধুর কাছ থেকে মেরী একটা সাইকেল চালাতে আনল। বন্ধুটি তাকে বার বার বলে দিল সাইকেলটি যেন রাতে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়। মেরী তাই করল।

খ) পড়বার জন্য পিটার বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই নিয়েছিল। অবশ্য বন্ধুটি বইটা ফেরৎ দিতে বলেনি। পিটার বইটি আরেক জনকে দিয়ে দিল।

২। কোন্ পদগুলিতে ঈশ্বরের লোকদের বিষয়ে বলা হয়েছে ?

ক) যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ৫

খ) যোহন ১৪ ঃ ৩০

গ) ১ পিতর ২ ঃ ৯-১০

ঘ) প্রকাশিত বাক্য ১১ ঃ ১৫

৩। মলিকানার মৌলিক উপাদান কি ?

ক) মালিক ঠিকমত জিনিষ গুলোর যত্ন নেয়।

খ) মালিক তার নিজের জিনিষপত্র ব্যবহার করা থেকে অন্যদের বিরত রাখতে পারে।

গ) মালিক হলেন এমন এক ব্যক্তি যার প্রচুর বিষয়-আসয় আছে।

৪। ঈশ্বরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কে? কোন্ পদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) হোশেয় ১ : ৯
খ) মথি ৪ : ৮
গ) যোহন ১৬ : ১১
ঘ) ইব্রীয় ১ : ২

৫। কিছু কিছু লোকের মতে প্রেরিত ২ : ৪৪-৪৫ ও ৪ : ৩২ পদগুলোতে সামাজিক মালিকানার পক্ষে বলা হয়েছে। তাদের এ ধরণের মধ্যেকার ভুল নীচের কোন্ উক্তিটি সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে?

ক) তারা এই ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছিল : যেহেতু শিষ্যদের মধ্যে কয়েক-জন খুবই গরীব ছিল। সুতরাং যাদের যথেষ্ট সম্পদ ছিল তাঁরা সবাই মিলে ব্যবহার করত।

খ) তারা এই ভুল ধারণা করেছিল : খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয় সম্পত্তি একসংগে ছিল, সুতরাং খ্রীষ্টিয় সমাজকেই সব কিছুর মালিক বলা যায়।

৬। ঈশ্বর কেবল আমাদের সৃষ্টিই করেননি, তিনি আমাদের পুনরুদ্ধারও করেছেন। কোন্ পদগুলোতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে?

ক) গণনাপুস্তক ৮ : ১৭
খ) ১ বংশাবলি ২৯ : ১৪
গ) গীতসংহিতা ১০০ : ৩
ঘ) তীত ২ : ১৪

৭। বাইবেল অনুসারে প্রকৃত মালিক হচ্ছেন—

ক) ঈশ্বর, কেননা তাঁর মালিকানার উপর অন্য কেউ দাবী করতে পারে না।
খ) ব্যক্তি, কেননা সে-ই বিষয়-আসয়গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করছে।
গ) সমাজ, কারণ তারাই গরীবদের সাহায্য করতে পারে।
ঘ) ঈশ্বর, যিনি কারো কাছ থেকে কিছু না নিয়েই মালিক হয়েছেন।

৮। ঈশ্বরই আমাদের জীবনের মালিক। যখন আমরা এ বিষয়ে অন্যদের বোঝাব তখন কোন্ পদগুলো দেখাবো ?

ক) আদিপুস্তক ১ ঃ ১

খ) মথি ২২ ঃ ২১

গ) ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১৮

ঘ) ১ পিতর ২ ঃ ৯

৯। 'সত্য' উক্তিগুলির পাশে টিক্ (√) চিহ্ন বসান।

ক) মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং মানুষের উপর ঈশ্বরের কোন অধিকার নেই।

খ) আমাদের উপর ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। তা না হলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতনা।

গ) শয়তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এখন আমরা নিজেরাই আমাদের মালিক।

ঘ) 'পুনরুদ্ধার' হল কোন কিছু পুনরায় কিনে নেওয়া।

১০। ঈশ্বরের মালিকানার সত্যটি ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করে আপনি কি ফল দেখতে পারেন ?

ক) ঈশ্বরের মালিকানা সম্পর্কে বাইবেল থেকে কয়েকটি পদ আমি বলতে ও দেখাতে পারি

খ) তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমার জীবনকে পরিচালনা করবার সুযোগ আমি ঈশ্বরকে দেই, এবং আমার জন্য তাঁর ইচ্ছা আমি মেনে নেই।

গ) আমি বিশ্বাস করি ব্যক্তি বা সমাজ সব কিছুর উপরে ঈশ্বর।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

বিঃ দ্রঃ—উত্তরগুলি ধারাবাহিক নয়। একটা উত্তর দেখবার সময় পরেরটি যাতে সহজে নজরে না পড়ে তাই এরূপ করা হল।

৭। ক) শয়তান ঈশ্বরের সম্পত্তি বেদখল করে নিয়েছিল কিন্তু যীশু তাকে পরাজিত করলেন। অবশেষে সবাই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক।

১। প্রেরিত ৪ ঃ ৩২ পদ।

৮। আমরা বুঝতে পারি যে তিনি তাঁর শক্তিশালী বাক্য দিয়ে সব কিছু ধরে রেখে আমাদের প্রতিপালন করেন।

২। খ) সে তাঁর নিজের জিনিষ নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে।

৯। ক-১) ঈশ্বর জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

খ-১) ঈশ্বর জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

গ-২) ঈশ্বর সব কিছু রক্ষা করছেন।

ঘ-৪) ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন

ঙ-৩) ঈশ্বর আমাদের পুনরুদ্ধার করেছেন।

চ-২) ঈশ্বর সব কিছু রক্ষা করছেন।

ছ-৪) ঈশ্বর আমাদের পবিত্র করেছেন।

জ-৩) ঈশ্বর আমাদের পুনরুদ্ধার করেছেন।

৩। ক) যোহন আমাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। জানি তার অনেক টাকা আছে। তবুও টাকাটা ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। ঐ টাকায় আমার কোন অধিকার নেই।

১০। খ) এ জগতের যা কিছু সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন।

গ) ঈশ্বর মূল্য দিয়ে আমাদের কিনেছেন, ও তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের আলাদা করে রেখেছেন।

চ) ঈশ্বরের শক্তিতেই আমরা বেঁচে আছি।

(চারটি বিষয়ের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেমন—তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের পুনরুদ্ধার করেছেন, তিনি আমাদের পবিত্র করেছেন ও তিনি আমাদের পালন করেন। 'ক', 'ঘ' ও 'ঙ' উক্তিগুলি এগুলির সাথে সরাসরি যুক্ত নয়)।

৪। ক) গীতসংহিতা ৫০ ঃ ১০, প্রেরিত ১৭ ঃ ২৫

১১। ঈশ্বর সম্বন্ধে জানবার পরেও তারা তাঁকে ধন্যবাদ দেয়নি।

৫। খ) ব্যক্তি বা সমাজ মানুষকে নিয়েই। ঈশ্বর এ সবের উপরে। তিনি পৃথিবীর সব কিছুর একমাত্র মালিক।

১২। খ) ১ শমূয়েল ১ ঃ ২৭-২৮ পদ।

ঘ) ২ করিন্থীয় ৮ ঃ ৫ পদ।

৬। গ) ১ পিতর ১ ঃ ১৮-১৯ পদ।

১৩। খ) ঈশ্বর আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, আমি তাতেই খুশী। আমি তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করছি। আমার যা কিছু সবই তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

(বিষয়টি কতটুকু বুঝতে পেরেছেন 'ক' উক্তিটিতে তাই বলা হয়েছে। 'খ' উক্তিটি সঠিক। ঈশ্বর মালিক। এ বিশ্বাস আপনার জীবনে কতটা ফলবান 'খ' উক্তিটিতে তাই প্রকাশ পায়)।

● ● ●

নোট

(আপনার কোন মন্তব্য থাকলে এখানে লিখতে পারেন)